তৃতীয় মাত্রা

পর্ব- ৬৫৪৭

উপস্থাপনা- জিল্লুর রহমান

আলোচক- আজকের অতিথি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য মনিরুজ্জামান মনির এবং বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা হাবিবুর রহমান হাবিব।
তারিখ- ০৫-০৭-২০২১

জিল্লুর রহমানঃ প্রিয় দর্শক বাংলাদেশের কোভিড পরিস্থিতি এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমানে উদ্বেগজনক| মৃত্যুর সংখ্যা, আক্রান্তের সংখ্যা, পরীক্ষার বিপরীতে শনাক্তের হার, সবটাই উদ্বেগজনক| উদ্বেগজনককে আরও বাড়িয়ে তুলেছে টিকার সংকট| যদিও ইতিমধ্যে চীন এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে কিছু টিকা এসেছে কিন্তু সেটা প্রয়োজনের অনুপাতে খুবই সামান্য| তার একটা অংশ হচ্ছে বড় একটা অংশ হচ্ছে উপহার হিসেবে কেনা| প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছেন যে প্রত্যেককে টিকার আয়তায় আনবেন এবং সরকার সব টিকার ব্যবস্থা করবে একজন উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেবেন সকলকে টিকা দেবার পরে| কিন্তু যে লকডাউন চলছে সে লকডাউন অনেকে বলছেন যে তৃতীয় চতুর্থ দিনে এসে অনেকটাই ঢিলেঢালা, শিথিল হয়ে যাচ্ছে এখন লকডাউন কঠোর লকডাউনের আসলে কোন বিকল্প নেই এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি না মানার কোনো বিকল্প নেই| এই করোনাকালেই আমরা নানা ধরনের সংকট দেখতে পেয়েছি|এখানে দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা,নানা রকমের নইরাচারের চ্চিত্র দেখেছি| আমরা একই সময়ে বা লক্ষ্য করেছি করণা ব্যবস্থাপনায় যে রাজনীতিবিদদের চেয়ে আমলাদের বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এটি নিয়ে সংসদে সিনিয়র কয়েকজন সংসদ সদস্যের বক্তিতা শুনেছি| উল্টোদিকে পরদিন আমরা আবার একজন তুলনামূলক বিচারে তরুণ বা যুব সংসদ সদস্য এবং যিনি সরকারের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন আবার আমলাদের যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেটি পক্ষ নিয়ে অবস্থানে কথা বলতে শুনেছি| এর বাইরে রাজনীতিতে তেমন কোন উত্তাপ না থাকলেও কিছুটা উত্তাপ আমরা উত্তেজনা খানিকটা লক্ষ্য করেছি|ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে যেটি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান কে কেন্দ্র করে অন্যদিকে ঢাকা সিটির কর্পোরেশনে দক্ষিনের বর্তমান মেয়র এবং সাবেক মেয়র এর মধ্যে এক ধরনের দ্বন্দ্ব যদিও বর্তমান মেয়র এখন চুপচাপ আছেন কিন্তু সাবেক মেয়রের বিরুদ্ধে যে ধরনের অভিযোগ দুর্নীতি দমন কমিশন থেকে বা যে ধরনের ব্যবস্থাপনায় নেওয়া হয়েছে সেগুলো কে কেন্দ্র করে ঢাকা দক্ষিণের সাবেক মেয়র অভিযোগের মূল তীর ছুরছেন বর্তমান মেয়র এর দিকে| এসব বিষয় নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবার চেষ্টা করব কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন,আমার বায়ে রয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য মনিরুজ্জামান মনির এবং আমার গা ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা হাবিবুর রহমান হাবিব| স্বাগতম আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রায়| মনিরুজ্জামান মনির দেশের কভিডের পরিস্থিতি একটু অনিশ্চিত একটু উদ্বেগজনক, আপনার কাছে কি মনে হয় যে পরিস্থিতি কত দিনের মধ্যে আমরা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারবে বলে আমরা মনে হচ্ছে|

মনিরুজ্জামান মনিরঃ ধন্যবাদ আপনাকে এবং সহআলোচক শ্রদ্ধেয় হাবিব ভাইকে সহ দেশের সকল মানুষকে দেশে এবং দেশের বাইরে যারা তৃতীয় মাত্রার সকল দর্শকদের কে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি| কোভিড নিয়ে আমি এর আগেও আপনাকে আপনার আপনার শোতে বহুবার বলেছি আমি আসলে এক্সপার্টটেস্ট নই আমি ডাক্তার না| তবে হ্যাঁ আমি একজন সাধারন মানুষ হিসাবে সচেতন নাগরিক হিসেবে কোভিড নিয়ে আমরা কথা বলে যাচ্ছি|তবে কোভিড নিয়ে আপনারা যে কথা বলেছেন সেটা তো সত্যি কোভিড আক্রান্ত হাওয়ার পরে শুরুর দিকে সরকার বিশেষতো স্বাস্থ্য

মন্ত্রণালয় কিছু গাফিলতি ছিল এটা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই| আমি মনে করি যেহেতু এটার উৎপত্তিস্থল চায়না,আমাদের উচিত ছিল মন্ত্রণালয়ের বিশেষতো মন্ত্রী বা সচিব তাদের অধীদপ্তর তাদের আরো বেশি সচেষ্ট হওয়ার উচিত ছিল| যেই হোক তার পরবর্তীতে সরকারপ্রধান হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এটা কে মোকাবেলা করার জন্য নিজে যেভাবে রাত দিন পরিশ্রম করে রাষ্ট্রযন্ত্র জনপ্রতিনিধি সকলকে একাকার করে যিনি এভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছেন এবং আমাদেরকে ভুলে গেলে চলবে না কোভিড যেমনি ভাবে একটি মহামারী,একটি রোগ, এটা কে প্রতিরোধ করার জন্য আমাদেরকে সচেতন হওয়া দরকার,খুব বেশি জরুরি এবং সাথে সাথে এটা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এটাকে প্রতিরোধ করার জন্য ভেক্সিনেটেড হওয়া খুব জরুরি| এর বাইরে এটা যে আপনি মোকাবেলা করবেনসাথে সাথে আমাদেরকে বিবেচনায় নিতে হবে, আমরা একটি উন্নয়নশীল দেশ,আমরা সামনের দিকে অর্থনৈতিকভাবে বেড়ে ওঠার একটি দেশ সেক্ষেত্রে আমাদের অর্থনৈতিক দিক গুলো বিবেচনায় রেখেই আমাদের সরকার পরিচালিত হয় এটাই স্বাভাবিক| আমি মনে করি এই কোভিড কে কেন্দ্র করে গোটা দুনিয়াতেই একটা বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রভাব এটা বিস্তার করবে| সেই জায়গাটায় কোভিড কে মোকাবেলা করার পাশাপাশি যোদি যে দেশগুলোর অর্থনৈতিক চাকাকে সচল রাখতে পারবেন না তা অর্থনৈতিকভাবে ভেঙ্গে ও পড়বে এটাও সত্য| সে কারণে আমি মনে করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা যথার্থই উদ্যোগ নিয়েছিলেন যখন প্রথম দিকে এই কোভিড শুরু হলো তিনি প্রণোদনার প্যাকেজ দিয়েছিলেন এটা আপনার চ্যানেলে সহ বাংলাদেশের বড় চ্যানেলে আমি বহুবার বলেছিযে উনি জীবন ও জীবিকার জন্য উনি ব্যবসার জন্য যেভাবে প্রণোদনা দিয়েছেন বিশেষত দুটি সেক্টরে আমরা রেডিমেড গার্মেন্টস এর ক্ষেত্রে এবং কৃষি সেক্টরে| কারণ আমরা জানি মহামারী হলে এরকম পরিস্থিতি হলে তখন খাদ্যের একটি দুর্যোগ বা সংকট হয়|সেটাকে মোকাবেলা করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুই সেক্টরে দিয়েছেন এবং আজকে আমরা সফলতা শহিত আছি এবং আমরা যারা নিন্দুকরা বা সরকার পরিচালনা ক্ষেত্রে যারা ভিন্নমতে তারা বলেছে যে দেশের মানুষ না খেয়ে মারা যাবে কিন্তু এই মহান রাব্বুল আলামিনের অশেষ কৃপায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুদূর নেতৃত্তের কারণে আমার সেখান থেকে এখন পর্যন্ত কোভিড কালীন সময় কোন মানুষ না খেয়ে মারা যায় নাই, আওয়ামী লীগ তার জায়গা থেকে দল হিসেবে 1 কোটি 40 লক্ষ এর অধিক মানুষকে খাদ্য সহায়তার হাত বাড়িয়েছে পৌঁছে দিয়েছে| আমরা যারা রাজনীতি করি আমরাও সেই কাজটা আমাদের নির্বাচনী এলাকায় করেছি| স্বাভাবিক অর্থে সরকার যেভাবে জনগণের পাশে ছিল, এবং দল হিসেবে আওয়ামী লীগ ছিল এবং আমি..আপনারা এখন যেটা বলছেন কোভিড হঠাৎ করে তৃতীয় ঢেউ বা দ্বিতীয় ঢেউ তৃতীয় ঢেউ জায়গাটা সেটা বেড়ে গেছে এবং ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট বলেন ডেল্টা ভেরিয়েন্ট তারপর ইন্ডিয়ান ভারিয়ান্ট, এরকম পরিস্থিতির মধ্য থেকে এখন আমাদের মুল কাজটা হলো ভ্যাকসিন এবং আশার কথা হলো ইতোমধ্যে আমরা 45 লাখ ভ্যাকসিন আমরা গত পরশু দিন পেয়ে গেছি| সে কারণে আমি মনে করি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন সংসদে দাঁড়িয়ে আগামী...

জিল্লুর রহমানঃ যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমরা পেয়েছি গিফট হিসেবে।

মনিরুজ্জামান মনিরঃ হ্যাঁ.. যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে আমরা ধন্যবাদ জানাই অভিনন্দন জানাই উনারা আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। এবং আজকে আমি মনে করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিসেম্বরের মধ্যে ১০ কোটি ডোজ টিকা আমরা যাতে পাই সে ব্যবস্থা করবেন এবং উনি দাঁড়িয়েই বলেছেন যে টিকার জন্য যত টাকা উনি সেটা মজবুত রেখেছেন, মজুদ রেখেছেন। তার মানে আমরা ইতিবাচক দিক আছে হতাশ হবার কোনো কারণ নেই ইতিবাচক বার্তা। তবে হ্যাঁ আমাদের যেটা হওয়া উচিত ভয় না পেয়ে জয় করতে হবে| সেই জয় করার জন্য আমাদের যা করতে হচ্ছে স্বাস্থ্যবিধি...

জিল্লুর রহমানঃ ভয়টাই তো জয় করার এখন প্রধান উপায় কারণ ভয় না.. ভয় নেই বলেই তো কেউ স্বাস্থ্যবিধি মানছে না।

মনিরুজ্জামান মনিরঃ এটা... সেটাও আমি বলছি সেটাতে সরকারের স্বাস্থ্য বিধি মেনেই আমাদেরকে কাজ করতে হবে| স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, মাস্ক পরিধান করা,সচেতন করা এটা হল মূল কাজ| আমি মনে করি কভিডের ক্ষেত্রে এ পর্যন্তই আমার দলীয় অবস্থা| রাজনীতিতে...

জিল্লুর রহমানঃ আমরা অন্য প্রসঙ্গতে pপরে কোভিডটা শেষ করি বাকি প্রসঙ্গ গুলো তে পরে আসি| মিস্টার হাবিবুর রহমান হাবিব আপনার কাছে কি মনে হয় যে কোভিড পরিস্থিতি আসলে কোন দিকে যাচ্ছে| সেটা যথাযথভাবে অ্যাড্রেস করতে পারছে কিনা আমরা যেটা ভয়াবহ ভয়ঙ্কর দুর্যোগ নেমে আসার আগে আসলে আমরা নির্ধারণ করে ফেলতে পারবো এরকম জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি কিনা আমরা বা চেষ্টাটা সেরকম দেখেন কিনা আপনি| সরকারের দিক থেকে নাগরিকের দিক থেকে|

হাবিবুর রহমান হাবিবঃ আপনাকে ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমে চ্যানেল আই এর সম্মানিত দর্শক শ্রোতা যারা দেখছেন দেশের এবং দেশের বাইরে তাদের সশ্রদ্ধ সালাম শুভেচ্ছা| কোভিডে আক্রান্ত যারা মারা গিয়েছেন তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি যারা এখনও বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে বাসায় চিকিৎসাধীন আছে তাদের আরোগ্য কামনা করছি| আসলে এখন মনে হয় একটা সময় এসেছে বিতর্কে না যাওয়া| সরকারকেও এ ব্যাপারটা সাংঘাতিকভাবে নিতে হবে যে বিরোধী দল বললেই গ্রহণ করা যাবে না, যাবেনা গ্রহণ করার মত হলে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে| আজকের যে বাস্তবতা, আজকের বাস্তবতা টি হলো যে আমাদের 17 কোটি মানুষ আমরা বাংলাদেশে বসবাস করি| আপনি তো দেখেন যে এ পর্যন্ত আমরা টেস্ট করলাম কয় কোটি? মাত্র 65 66 লক্ষ মানুষকে আমরা টেস্ট এর আনতে পেরেছি|আমাদেরআগে টেস্ট করার মত আইডিসিআর ছাড়া আর কোথাও ছিল না| এখন চার পাঁচশো টেস্টিং সেন্টার গড়ে উঠেছে| কিন্তু তারপরও টেস্টের আওতায় কতজনকে আনছে? ত্রিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হাজারের বেশি আমরা যাই নাই| চৌদ্দ পনের বিশ বাইশ..মাত্র ত্রিশ কোটি, আমি যদি আমাদের টেস্টের আওতায় না নিয়ে আসতে পারি,টেস্টই করতে না পারি,কে আক্রান্ত হয়ে আছে কে হয়নি আমি বুঝবো কি করে| কতজন আক্রান্ত হয়েছে কতজন হয়নি তা বুঝবো কি করে| একজন আক্রান্ত ব্যক্তি যত বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াবে তত সেকেন্ডে সেকেন্ডে 5 সেকেন্ডে প্রতি 5 সেকেন্ডে একজন মানুষকে সে আক্রান্ত করবে| তবে টেস্ট করাতে পারলে লোকগুলো আমি আইসোলেশনে নিয়ে যেতে পারতাম| বা তারা ঘরবন্দি গৃহবন্দী থেকে তারা চিকিৎসা নিতে পারতেন| তো এই জায়গাটায় মারাত্মক আমাদের গাফিলতি দেখা দিয়েছে| প্রথম থেকেই এখানে ধরেন সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে আমরা চেষ্টা করছি, করব,মোকাবেলা করছি, করে যাচ্ছি| এখন আত্মতৃপ্তি পাওয়ার এখানে কোনো সুযোগ নেই কারণ আজকে 16 17 মাস, 16 মাস হয়ে গেল,এখনো.. এখনো আপনার প্রায় 37 টি জেলায় আইসিও নাই, অক্সিজেন ব্যবস্থা নেই| আমি জেনে বুঝে বলছি এই কারণে আমার নিজের আপন বোন পাবনাতে হসপিটালে ভর্তি হল কোন অক্সিজেন সাপোর্ট বেড না থাকার কারনে ঢাকাতে নিয়ে এসে আপনার প্রশান্তিতে রাখলাম পুরা 20 দিন, অক্সিজেন দিয়ে রাখতে হলো, ও সুস্থ হয়ে আল্লাহর রহমতে বাড়ি ফিরেছে কিন্তু সে সাংঘাতিক দুর্বল|আমার ইমিডিয়েট ছোট বোন ভগ্নিপতি, আমরা একসাথে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলাম| সে পাবনা তে গিয়েছে, সেখানে কোনো ভর্তি করার সুযোগ নেই আইসিও থাকলে বা অক্সিজেনের ব্যবস্থা থাকত তাহলে হয়তো আমার চিকিৎসাটা কন্টিনিউ করত|কিন্তু নাই| এই গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে রেখে এসেছি, আমি দেখতে যেতে পারছি না|তো সবচেয়ে বড় কষ্টের ব্যাপার হল এই বেসরকারি হাসপাতালগুলো এমন অবস্থা হয়ে গিয়েছে আপনার মিনিমাম যদি একটা লোক ভর্তি হয় 5 লাখ মিনিমাম তারপর 1925 লক্ষ টাকা খরচ এক অমানবিক হয়ে গিয়েছে ,অমানবিক| তো এই যে অবস্থা, আবার সরকারি হাসপাতাল গুলোতে তো সম্ভব না এত সরকারি হাসপাতাল তো আমাদের নেই| যে কারণে আজকে মানুষের যে সামনের দিকে যে দুর্যোগ টা আসছে,আমার বাড়ি ধরেন ঈশ্বরদী, ঈশ্বরদীর কথা আমরা সবসময় বলি গত পরশুদিন 183 জন ছিল, কালকে 180 জন ছিল, আজকে এখনো আমি খাবারটা পাইনি আগের দিন ছিল 108টি..| এক টা থানাতে যদি এই অবস্থা হয়,আপনার এখানে আমি বলেছিলাম যখন লকডাউন দিত তখন বলতাম যে রিক্সাওয়ালার গল্পও করেছিলাম, যে রিক্সাওয়ালারা বলেছে যে আমাদের রাস্তায় উঠতে দেয় না, ভ্যান নিয়ে

আমরা মাল নিয়ে যাব তাহলে আমরা দুটো টাকা পাব| অথচ আমার এখানে রূপপুরে পারমাণবিক কেন্দ্রের রাশিয়ান যে প্রজেক্ট চলছে 12 হাজার লোক ওখানে প্রতিদিন কাজ করে,12 হাজার| আগে তেমন ধরা পড়তো না, এখন সেখান থেকে তারাও আক্রান্ত হচ্ছে| এই যে মহামারী আকার ধারণ করবে, যেটা আমি বুঝতেছি আরকি| একটা থানাতে যদি100 200 বা 180 90 ধরা পরে তো কি হবে বলেন বাংলাদেশ কতগুলি থানা| এবং কতগুলি জায়গায় দেখান সেদিন আপনার চুয়াডাঙ্গা 100পার্সেন্ট 41 জনকে টেস্ট করছে 41 জনের, সিরাজগঞ্জে 47 পার্সেন্ট, সাতক্ষীরায় 70 75 পার্সেন্ট, বরিশাল বিভিন্ন জায়গায়| তো এইযে ভয়ঙ্কর খারাপ দিকে আমরা যাচ্ছি| এখান থেকে বাচার আমাদের উপায় কি? আমি যতই চেষ্টা করি না কেন, টেস্ট যদি করতে না পারি তাহলে আমি আইসোলেশন করাতে পারছিনা| আর টেস্ট করার পরে এখন যদিও টিকা যদি না ব্যবস্থা হয় তাহলে কিন্তু আপনাকে এখানে বড় খেসারত আমাদেরকে দিতে হবে| আজকে চিন্তা করেন যে আমেরিকার কথা আমরা বলি আমেরিকায় ট্রাম্প,স্পস্ট করেই বলি যদি এখানে ট্রাম্প না হয়ে যদি বাইডেন রাষ্ট্র গন থাকতো এত লোক মারা যেত না| কারণ সে তো নিজেই মাস্ক খুলে ফেলে দিত| এখন আপনাদের আক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে নাইনটি পার্সেন্ট সুরক্ষা দেয় এখনো মাস্ক| আমাদের প্রথম থেকে কথা ছিল টেস্ট টেস্ট টেস্ট| সেটাও আমাদের বালাই নেই| মাস্ক মাস্ক মাস্ক মাস্কও কিন্তু আমরা সবাই পরি না| আগে গ্রাম এরিয়াতে গ্রামে একটা ই ছিল যারা গরিব মানুষ সাধারণ মানুষ তাদের হবে না কিন্তু এখনতো হচ্ছে| তো এখন এই যে আজকের গার্মেন্টস সেক্টর গুলোতে যে হবে গার্মেন্টস মালিকেরা বলার চেষ্টা করেছে যে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে তেমন আক্রান্ত হয় নাই, কতক্ষণ? আজকের লকডাউন আমি আসলাম আপনাদের গাড়িতে আমি প্রথম আসলাম এর আগে আমি আমার গাড়িতে আসতাম এক্সিডেন্ট করার পর আমার গাড়ি নেই এখন| তো রাস্তায় দেখলাম যে রিকশাতে গেলেও মানুষ চেক করছে কোথায় যাচ্ছেন| কারএমন শখ লাগছে বলেন তো| রিক্সা এমনি সময় 50 টাকা নিয়ে যে ভাড়া যাইতো যে দূরত্ব যাইতো মিনিমাম একশো টাকা নিবে| তো এমনকি কার শখ লেগেছে যে রিকশা নিয়ে আমি সারা ঢাকা শহরে ঘুরে বেড়াবো| এমন সত্যি কারো আছে, নাই| ওদের জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে অথচ একসাথে দেখতেছি ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ, আর্মি একসাথে পনের বিশ জন দাঁড়িয়ে তারা কিন্তু গায়ে গায়ে ভীরে ভীরে কিন্তু এগুলো টেস্ট, চেক করতেছে, তাদের কিন্তু দূরত্ব তাদের কিন্তু সামাজিক কিন্তু তাদের তা নেই, সামাজিক দূরত্ব নেইতো আসলেও নেইতো| যার কারণেই তারা এই করতেছে| এই অদ্ভুত একটা ই| আর এইখানে শেষ করি আমি করোনা কে মোকাবেলা করতে হলে আমাদের সবাইকে যার যার মত নিজেকে সুরক্ষা,তবে সুরক্ষার জায়গাটা থেকে আমার মনে হয় যে এখন আক্রান্তের সংখ্যা অনেক বেশি হয়েছে আক্রান্ত ব্যক্তিকে আপনি টাকা দিতেও পারবেন না| আপনি টিকা 10 কোটি আনেন আর পাঁচ কোটি আনেন আপনার তো টেস্ট করতে হবে যদি টেস্টই না করেন টিকা দিবেন কাকে| আপনি আন্তাজে একজন লোককে দিসিলেন টিকা সে করোনা আক্রান্ত হয়ে টেস্টই করবেন না তাহলে কি হবে| এর জন্য আমি মনে করি যেCএই মুহূর্তে সরকারকে সচেতন হতে হবে মানে বিরোধীদল বললে সেটা বিবেচনায় রাখতে হবে| আর আজকে আমি যেটা বলব এই যে দান অনুদান সাহায্য এইদেশ 17 কোটি মানুষের দেশে আমরা টিকা দিয়ে এখানে করতে পারবোনা| আর আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে এখানে বলবো চরমপর্যায়ে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে এবং সবচাইতে মারাত্মক যে ভুলটা আমরা করেছি সেটা আমরা একটা মাত্র দেশের প্রতি,একটা মাত্র প্রতিষ্ঠান এর উপরেই বাংলাদেশ একজন মাত্র ব্যক্তি, একজন ব্যক্তির উপরই আমরা তাকে সহযোগিতা করার জন্য বা তাকে বেফিলেট করার জন্য আমরা যে প্রথমদিকে সিদ্ধান্তটা আমাদের সঠিক হয়নি|তা আমি মনে করি বিভিন্ন দেশ টিকা আবিষ্কার করেছে চায়না রাশিয়া সেখানে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে জোরালো তদবির করে টিকা গুলো অনানোর ব্যবস্থা করা এবং বাংলাদেশে যেন টিকা উৎপাদন করতে পারে সে ব্যবস্থা করা সে চেষ্টা আমাদের করতে হবে|

জিল্লুর রহমানঃ মিস্টার মনিরুজ্জামান মনির আমরা যেটি শুনছিলাম এখন পত্র পত্রিকায় দেখেছি যে অক্সিজেনের সংকট, আইসিও অধিকাংশ হসপিটালে নেই| এরকম একটা পরিস্থিতিতে আমরা বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যদের দেখলাম তারা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছেন সংসদে এবং গত কালের চিত্র যদি আমরা দেখি যে মৃত্যুর 153 জন, আক্রান্ত 8 হাজার 668 জন,শনাক্তের হার

পরীক্ষার বিপরীতে 28 দশমিক 99 অর্থাৎ29 শতকরা হার| সো এটি যদি 29 30, এটি যদি চল্লিশ পঞ্চাশে ঠেকে আপনি কি মনে করেন কিনা বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আসলে সেটি সামাল দিতে পারবে বা স্বাস্থ্য এই মন্ত্রণালয় এই দপ্তর এর যে কর্তাব্যক্তিরা তাদের কথাবার্তা আচার আচরন এবং ভূমিকা সব মিলিয়ে আসলে সম্ভব কিনা?

মনিরুজ্জামান মনিরঃ আপনার যে বিষয়টা এটা আমি অনেকদিন ধরেই বলছি, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং আমি মনে করি বাংলাদেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্যমন্ত্রী বা সচিব অধিদপ্তরে যারা ছিলেন বা আছেন এখনো তাদেরকে আরো বেশি টু অ্যাক্টিভ রোল থাকা উচিত বলে আমি মনে করি| কারণ জনস্বাস্থ্যের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং যেখানে কোভিডএর মতো একটি মহামারী কে আমরা যখন মোকাবেলা করছি এবং হাবিব ভাই যে কথাটি বলেছেন তার সাথেও আমি একমত অনেকাংশ| যে আমরা একটি দেশের উপর নির্ভর না হয়ে আমাদের উচিত ছিল মন্ত্রণালয়ের, একটা বিষয়ে কি আপনি দেখবেন যে শুধুমাত্র আপনি যদি গতানুগতিক কাজ করেন তাহলে গতানুগতিক মানুষ হিসেবেই থাকবেন| একটা মানুষ যখন মন্ত্রী হয় তখন অন্যান্য সংসদ সদস্যের চেয়ে আরো বেশি আধুনিক বেশিবেশি স্মার্ট| এটা কোন মানবজনিত.. মন্ত্রী হয় ,আমার কাছে মনে হয় এই ব্যক্তিটি ব্যাপারে সংসদে দাঁড়িয়ে যারা বলেছেন আমিও বিনয়ের সহিত বলি যে আসলেও উনি অত বেশি আধুনিক বা যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত নেই এত গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্ত্রণালয়ের কে পরিচালিত করার জন্য যথা উপযুক্ত ব্যক্তি উনি নন এটা আমি মনে করি| এই জায়গাটার হয় আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বা তার ব্যর্থতা এখানে আপনার আছে বলে আমি মনে করি এবং সেক্ষেত্রে আশার জায়গাটা যেটা বলছেন আমরা ইতিমধ্যে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সবচেয়ে বড় কথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটার দেখভাল করছেন এবং এটার সাথে সে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সরাসরি জড়িত|সে কারণে এখন আমরা ওই মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বা সচিব তারচেয়ে বেশি আমাদের সরকারি অন্যান্য কম্পনাঅন যেখানে আছে আমরা সেইদিকেই বরঞ্চ হাঁটছি এটা আমার কাছে দৃশ্যত হচ্ছে দৃশ্যমান হচ্ছে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মানে প্রধানমন্ত্রীই সমস্ত কিছু উদ্যোগী হয়ে করছে| এটাই আমাদের সবচাইতে দুর্ভাগ্যের জায়গা যে সমস্ত কিছুতেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হস্তক্ষেপ করতে হয়|এটা আমাকে খুব পীড়া দেয় যে মানুষটা এই আমার দেশের মানুষকে সুন্দরভাবে রাখার জন্য রাত দিন পরিশ্রম করে যাচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক| আমার মনে হয় যে বাংলাদেশ সরকারের ক্যাবিনেটেও অনেক ডায়নামিক মন্ত্রী আছেনঅনেক যুগ উপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এরকমের মন্ত্রী আছে এবং আমার কাছে খুব কষ্ট হয় যে উনি একসময় এই মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীও ছিলেন| কিন্তু এটা খুব দুর্ভাগ্য এখান থেকে এখনও আমরা পরিত্রাণ পাইনি| যাই হোক আপনি যে কথা বলছিলেন যেটা হাবিব ভাই বলছেন যে পিসিআর ল্যাব..পিসিআর ল্যাব একসময় আমাদের ছিল না হাবিব ভাই| এখন সেটা 500 উপড়ে গেছে| এরকম এক পরিস্থিতি হয় নাই যে তার পরিবর্তন হয়নি তা নয়|35 40 হাজার টেস্ট এখন হচ্ছে| এখান থেকে আমাদের ইতিবাচক যে পরিবর্তনগুলো হচ্ছে সেটাও আমাদের ট্রেস করা উচিত| আমি যেটা বললাম সেটা হল এটি মোকাবেলা করার জন্য প্রথমত বাংলাদেশ নাগোটা দুনিয়ার অনেক দেশই জানতো না|মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য শত শত বছর ধরে যাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা অনেক আধুনিক উন্নত তারাই সেখানে ব্যর্থ হয়েছিল| তারা এই আপনি যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলছেন সেখানে ছয় লাখের উপরে বেশি মানুষ মারা গেছে, ব্রাজিলে মারা গেছে ,ইন্ডিয়াতে মারা গেছে| আমি বলছি না যে মারা গেছে সে কারণে আমার দেশ, অবশ্যই আমার দৃষ্টিতে একটি মানুষও এই কোভিড আক্রান্ত না হয় মারা যেত তাহলে আমরা বেশি খুশি হতাম।

জিল্লুর রহমানঃ বৈশ্বিক বৈশ্বিক মিস্টার মনির আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আপনি বলছেন। আমরা সংসদে দেখলাম কয়েকদিন আগে কয়েকজন সিনিয়র সংসদ সদস্য সরকারি দলের বিরোধী দলের তারা বলছেন যে আসলে কোভিড এই মোকাবেলার জন্যে জেলা পর্যায়ে দায়িত্বটা দেয়া হয়েছে সচিবদের এবং এতে করে রাজনীতিবিদরা আসলে জনপ্রতিনিধিরা অনেক দূরে সরে গেছেন জনগণ থেকে। যদিও একজন প্রতিমন্ত্রী পরেরদিন বলেছেন যে, এই সিদ্ধান্তটি ঠিক আছে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত বলেছেন তিনি এটিকে যে আমলাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং তারাই আসলে যথাযথভাবে করতে পারছে। তার মানে তিনি এটি

বোঝাতে চেয়েছেন কিনা যে আসলে রাজনীতিবিদদের সেই সংযোগটা জনগণের সাথে নেই। আমি বলছি না সব যদি একটু ছোট্ট করে বুঝতে চাই যে...

মনিরুজ্জামান মনিরঃ না আমি প্রথমত সংসদে দাঁড়িয়ে প্রথমত আমাদের বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ তোফায়েল আহমেদ যে কথাটা বলেছেন এ কথার সাথে আমি একাত্মতা প্রকাশ করছি এবং আপনি যে মন্ত্রীর কথা বলেছেন সে তার জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলেছেন এখন হয়তোবা মন্ত্রণালয়কে চালানোর ক্ষেত্রে আমাদের নির্ভরশীল হতে হয় আমলাদের বা সচিবদের তাদের খুশি করার জন্য যদি আমাদের বলা হয় সেটা এক একটা জিনিস আর যদি মনে করা হয় আমাদের এই দেশ এবং গত কয়েকদিন আগে আমাদের পার্টির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহাবুব-উল আলম হানিফ একটি বেসরকারি চ্যানেলে সাক্ষাৎকারে বলেছেন রাজনীতিবিদদের কাজ কি আমলাদের কাজ কি। উনি খুব সুস্পষ্টভাবে এডজাস্ট করেছেন। এবং আমার মতামত হানিফ ভাই যেটা বলেছেন সেটা যথার্থই বলেছেন। প্রথমত দেশ পরিচালনা এবং দেশ সাধিকার স্বাধীনতা এই দেশ পাওয়া এটা রাজনীতিবিদদের হাতেই রয়েছে। দেশের মানুষের জন্য কল্যাণকর যা কিছু সেটা রাজনীতিবিদরাই করেন । আমলারা তাদের রুটিনমাফিক যে কাজ সরকার পরিচালনার জন্য যা যা কাজ করা দরকার সেটা আমলাদের কাজ । আমি মনে করি একজন আমলা যেমনিভাবে দেশের হয়ে দেশের প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারী হয়ে যে কাজটা করা দরকার সেটা আমলাই করবেন আবার জনগণের যে সার্বিক উন্নয়নের কাজ জনগনের জন্য যা যা করা দরকার সেটা একজন রাজনীতিবিদ ই করে । রাজনীতিবিদদের সাথে সংযোগ টা থাকে অতএব আমার নির্বাচনী এলাকার কোন মানুষতার কি অসহায় অবস্থায় আছে এটা আমিই সরাসরি দেখতে পারি। এবং জনগণের কাছে যে দায় দায়টা রাজনীতিবিদের একজন আমলার নয়। কারণ আমলা সকাল নয়টা পাঁচটা পর্যন্ত অফিস করে রুটিন মাফিক কাজ করে উনি সিগনেচার করেন পর্যন্তই এবং আমলারও দরকার আছে। রাষ্ট্রপরিচালনা তো আমলাই করে । সরকারের সমস্ত যে অর্ডার গুলা এটা ফলো করবে বাস্তবায়ন করবে তো আমলারা। কিন্তু আমার সেই কারণে কেউ যদি বলে থাকে এটা যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত হ্যাঁ তাৎক্ষণিকভাবে এরকম একটা পরিস্থিতির জন্য আমলারা রাজনৈতিক নেতাদের সাথে সমন্বয় করে কাজ করবে অতি দ্রুত গতিতে যাতে কাজটা হয় সেটার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন সেটাকে যদি আমরা মনে করি এই সিদ্ধান্তটা সার্বক্ষণিক এর জন্য তা নয় উনি যদি মনে করে থাকেন এই রকম একটি সিদ্ধান্ত যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত সেটা উল্লাহ ব্যক্তিগত মতামত। না আমি রাজনৈতিক নেতৃত্বের নেতৃত্বেই দেশ পরিচালিত হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী উনি প্রথমত আওয়ামী লীগের সভানেত্রী। এটাই আমার কাছে মুখ্য। আমি একজন কর্মী হিসেবে আমার কাছে উনি আমার পার্টিপ্রধান, সভানেত্রী এবং আমার দলের নেতাকর্মীরা নির্বাচনের মধ্য থেকে জনগণের ভোট নিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। আমার কাছে প্রথমত দলের প্রধান সে অর্থাৎ এই দলের নেতা কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হয় তারা দেশের সাধারণ মানুষ। অতএব সর্বাজ্ঞে আমার রাজনৈতিক দলের নেতা হিসেবে শেখ হাসিনার অবস্থান তারপর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য প্রধানমন্ত্রী উপাধিটা অনেক বড় কিন্তু সাথে সাথে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মতো একটি প্রাচীনতম রাজনৈতিক দলের সভানেত্রী এটা ভুলে গেলে চলবে না। স্বাভাবিক কারণেই যে বা যারা যার অবস্থান থেকে কথা বলে আমি তার সাথে একমত নই আমি বরঞ্চ সমসাময়িক ইস্যুতে গত কয়েক দিন আগে হানিফ ভাই যে কথাটা বলেছেন যে সংবিধানে বর্ণিত আছে

জিল্লুর রহমানঃ কার কি দায়িত্ব?

মনিরুজ্জামান মনিরঃ রাজনৈতিক নেতার কি কাজ এবং আমলার কি কাজ। সে তার সেই কাজটাই করুক দিনের শেষে আমি এবং হাবিব ভাইরাই ভোট করতে যাব ওই আমলা করবেন না। ওই আমলা যদি তার চেয়ারের থেকে ভোট করার চেষ্টা নিয়ে মানসিকতা নিয়ে কাজ করে বরংচ সেটাকেই রোধ করা উচিত আজকের আমলারা সেই রকমের একটা মানসিকতা। একজন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী সে

এখন এলাকায় গেলে কিভাবে গাড়ির প্রটোকল পাবে এই মানসিকতা পোষণ করছে এইখান থেকে উদ্ধার করতে হবে এর বিরুদ্ধে আমাদের কথা বলতে হবে। চেয়ারে আমি আছি সে কারণে তাদেরকে তোষামোদ করে কথা বলতে হবে এই মানসিকতা আমাদের পরিহার করা উচিত।

জিল্লুর রহমানঃ মিস্টার তোফায়েল আহমেদ বলছিলেন এলাকায় যান না অনেকে । মিস্টার হাবিবুর রহমান আহমেদ এই বিতর্কে আপনার যা মন্তব্য

হাবিবুর রহমান হাবিবঃ না এই ব্যাপারেতো দ্বিমত পোষণ করার কোন সুযোগ নাই অনেক অনেক সচিব আছে যারা কোনদিন ডিসি হয়ে যায় নাই জেলাতে ডিসিগিরিও করে নাই। তার দায় কি এখানে? সে এখানে দায়সারা তাকে দেয়া আছে ওখানে পড়লেই বাকি বাঁচলেই বাকি কিন্তু একজন ওই এলাকায় তিনি সংসদ সদস্য যদি মন্ত্রী থেকে থাকে মন্ত্রী বা সংসদ সদস্য যদি থাকে

জিল্লুর রহমানঃ বা স্থানীয় সরকার যারা আছেন।

হাবিবুর রহমান হাবিবঃ না এমপি মন্ত্রীরাই মুল ইতে থাকবেন তারা সেখানের সচিব না তো মন্ত্রীদের এমপিদের থেকে তো পদবি তে উপরে না।

জিল্লুর রহমানঃ এমপিরাই উপরে।

হাবিবুর রহমান হাবিবঃ এমপিরাই উপরে তারা যে জেলায় মিনিস্টার আছে সে জেলায় মিনিস্টার থাকবে সেখানে তার সাথে এমপিরা থাকবে সেখানে আপনার সচিব যোগাযোগ করবে ডিসি যোগাযোগ করবে। এখানেই তো তারা বিপদে পড়ে গেছে এখনতো আগেত ডিসি সাহেব কথা বলে তারপর প্রধানমন্ত্রী কথা বলে । এখন অনেক এমপি কথা বলার সুযোগ পায় না। এখন এমপিরা অনেক সময় বলে যে আমি একটু প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলতে চাই এখন ডিসি সাহেব যদি অনুমতি দেন তাহলে এরকম একটা অবস্থা হয়ে গেছে না? এটা একটা বিব্রতকর অবস্থা তো এজন্য তোফায়েল ভাই যে কথাটা বলেছে অ্যা মনিরুজ্জামান মনির যে কথাটা বলল আসলে এটাই কি বাস্তবতা। (24.43)

জিল্লুর রহমানঃ আমি অন্য একটি প্রসঙ্গে যেতে চাই সেটি হচ্ছে যে গত কয়েকদিন ধরেই এই বিতর্ক করা হচ্ছে যে ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী যাকে বিএনপি'র মিন্‌টু বলে গণ্য করা হয়, তিনি আপনার দলের ভারপ্রাপ্ত সদস্যদের নানা সময়ে নানা রকম মন্তব্য করেছেন তিনি মনে করেন যে তিনি আসলে আপনাদের দলের জন্য একটা বোঝা ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী তো এই প্রসঙ্গে আমি আপনার একটু মতামত শুনতে চাইবো। একই সঙ্গে আমি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আরেকটি বোমা ফাটিয়েছেন যে বিএনপি'র অনেকেই এখন সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ নিয়মিত রাখছে অনেক ক্লাইনও দিয়েছে সরকারি দলে যোগ দেওয়ার জন্যে। সেই বিষয়ে আপনার মতামত শুনতে চাই।

হাবিবুর রহমান হাবিবঃ না এখানে আমার খুবই স্পষ্ট বক্তব্য ডক্টর জাফরুল্লাহর ব্যাপার যেটি সেটি হলো আমার পরশুদিন একটা ভার্চুয়াল একটা মিডিয়াতে তার সাথে আমার টকশো হইছে এবং আমরা শেষ পর্যন্ত এক জায়গায় একমত হয়েছি। যে রাজনীতি করতে গেলে বা সংসদেও জেদের ভিতর অনেক সময় কথা নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। তা সেটা চূড়ান্ত কিছু না। এখন আমাদের দলের পক্ষ থেকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে সেখানে তাহলে বলতে গেলে উনি যে বক্তব্য গুলো দেন, সেখানে তো দেন তো বিএনপি ঘন লোকজনের সামনেই তো বক্তৃতা দেন শ্রোতাও তারা ভক্ত তারা। সেখানে তারা এই মুহূর্তে যেহেতু তারেক রহমানের প্রতি সবার একটা আলাদা একটা এখানে সিম্পিতি আছে যেহেতু একটা বিদেশে আছেন তার মা অসুস্থ দেশে ফিরতে পারতেছে না। তো এই সমস্ত সময় এখন আসল সংকট তো তারেক রহমানকেই কথা বলে না। এখন সংকট প্রধান সংকট হলো কোরোনা মোকাবেলা করা। দ্বিতীয়ত সংকট

হলো বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক রচনা করা। এখানে এই মুহূর্তে তারেক রহমানকে লেখাপড়া শিখতে যাওয়া তাকে এই মুহূর্তে দুই বছরের জন্য বাড়ি থেকে অন্য জায়গায় যে কাউকে দায়িত্ব দেওয়া এই সমস্ত কথাগুলো আলোচনার বিষয়বস্তু না। সেটাও ডক্টর জাফরুল্লাহর সাথে কথা বলার পরে উনিও আমার সাথে একমত পোষণ করেছেন। যে না উনি আমাকে বলেছেন ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, আমি চেয়েছি তারেক রহমান একজন ভালো প্রধানমন্ত্রী হবেন উনি যেহেতু ওখানে আছেন লন্ডনে আছেন সেখানে সে অন্যান্য বিষয়গুলি সে জানবে তাকে তো আমি স্কুলে ভর্তি হতে বলি নাই কলেজে ভর্তি হতে পারি নাই। কথার মধ্যে ওনার পুরা কথাটা যদি আমাদের ছেলেরা শুনতে তাহলে হয়তো হয়তো ওই কথাগুলো আসতোও না। যা পরবর্তী সময় দেখা যেত ওই ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না ওই জায়গা থেকে আমরা মোটামুটি একমত হয়েছি যে না এক হল এই মুহূর্তে সংকট যেটা সংকট মোকাবেলা করাটাই আমাদের…

জিল্লুর রহমানঃ কিন্তু একজন নেতা সম্পর্কে যদি কেউ সমালোচনা করে, কোনো দিকনির্দেশনা তার সম্পর্কে দিতে চাই…

হাবিবুর রহমান হাবিবঃ সেটা দিলে পরে সেটা দিলে পরে না সেটি তো

জিল্লুর রহমানঃ আপনি গণতান্ত্রিক হলে তো সেটা মানিয়ে নিতে হবে। আপনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমালোচনা পাবেন। আপনি তারেক রহমানের কেন সমালোচনা পাবেন না। করা যাবে না কেন? আর প্রধানমন্ত্রী হলে প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা কেন সহ্য করতে পারবেন না? যদি তিনি গণতান্ত্রিক হয়ে থাকেন।

হাবিবুর রহমান হাবিবঃ না এখানে এখানে ব্যাপারটি হলো যে প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা অবশ্যই সহ্য করবেন না। কারো সমালোচনা? তার দলের লোকের সমালোচনা।

জিল্লুর রহমানঃ কেন সহ্য করবেন না আমরা তো জানি যে দলের মধ্যে অনেক…

হাবিবুর রহমান হাবিবঃ প্রধানমন্ত্রী এইগুলো কেন সহ্য করবেন? দলের লোক তো কাকে বলবে।

জিল্লুর রহমানঃ এইযে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে যে তোফায়েল আহমেদ যতো আলোচনা করলেন সেটি তো…

হাবিবুর রহমান হাবিবঃ তোফায়েল ভাই আলোচনা করার কারণে তোফায়েল ভাইয়ের অবস্থান কোথায় গেছে আপনি কি বুঝতেছেন সেটা? এটা তোফায়েল ভাইয়ের এই কথাটা নেত্রীকে বুঝিয়ে বলার দরকার ছিলো। যা হওয়ার হয়ে গেছে এখন এখান থেকে সরে আসেন দেশের অবস্থা ভালো না। ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী উনি উনার কোন বক্তব্য থাকলে দিতো অথবা ফোনে বলতে পারতেন। বা বিএনপি'র লোকজনের ভিতরে মিটিংয়ে বলার দরকার নাই। মিডিয়ার সামনে গিয়ে তো বলা দরকার নাই তার। আলোচনা সভায় বলার দরকার নাই তার এমনিই বলতে পারেন। আমার কোন কথা থাকলে আমি তারেক রহমানকে বলবো তাই বলে মিডিয়ার সামনে গিয়ে বলবো? প্রধানমন্ত্রীকে যদি কোন সাজেশন দিতে হয় তোফায়েল ভাইয়ের…

জিল্লুর রহমানঃ আওয়ামী লীগের নতুন কমিটিতে আলোচনা হয় বিতর্ক হয় আমরা সিদ্ধান্ত নেবো তাই না?

হাবিবুর রহমান হাবিবঃ না না সেটা তো না আলোচনা না সেটা তো হলরুমে মিটিংয়ে তাদের মিডিয়া থাকে না।

জিল্লুর রহমানঃ মিডিয়া না থাকলেও খবর তো গোপন থাকে না।

হাবিবুর রহমান হাবিবঃ সেটা সেই খবর পাওয়া আর মিডিয়ার সামনে কথা বলা অনেক পার্থক্য। অনেক পার্থক্য তোফায়েল ভাই সে সিনিয়র নেতা গণঅভ্যুত্থানের উনি মহানায়ক সব কিছুর পরেও উনি সংসদে দাঁড়িয়ে যখন এটা বলেছেন তাহলে প্রধানমন্ত্রী তো বিতর্কিত হয়েই যায়। এটাকে সংসদে ওই ভাবে নেওয়া দরকার ছিল। আরেকটা জিনিস আছে যেটা আমি আজকে বলতে চাই বর্তমান যে অবস্থা...

জিল্লুর রহমানঃ না আমরা ওইযে ওবায়দুল কাদের সাহেবের ওই...

হাবিবুর রহমান হাবিবঃ ওবায়দুল কাদের সাহেব যে কথাটি বলেছেন। এখন কাদের ভাই ধরেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যখন থাকে তখন অনেক কিছু মুখ দিয়ে বলা যায়না সয়াও যায়না। এখন ওবায়দুল কাদের ভাইয়ের কথা যদি আপনি শুনতে চান অনেক মন্ত্রীর দেখবেন মুখ দিয়ে কি কথা বের হয়ছে? বলেন? একটা তো আমার প্রায় দুগুনি পাউরুটি না খেয়েছে বিস্কিট খাচ্ছে। এমন চায়ের কাপের ভেতরে বিস্কিটটা দিয়ে আবার বিস্কিটটা খাচ্ছে। আর কি কথা বলি বলেছে সেটা আমরা সবাই জানি, এখন উনি যেটা বলছেন সেটা ওনার জায়গা থেকে যদি উনি বলেন প্রমাণটা কি? তাহলে উনি বলে দিক কারা কারা যোগাযোগ করেছে ওনাদের সাথে? আন্দাজে বললে তো হবেনা?

জিল্লুর রহমানঃ যোগাযোগ সব সময় হলে বলতে পারেন।

হাবিবুর রহমান হাবিবঃ তালি পরে না তাহলে পরে সাউথ কি ওনার সাথে যোগাযোগ উনি বলছেন তাদের উনি একটা কথা বলেছেন যে বিএনপি'র বিভিন্ন সব পর্যায়ে তা বেগম খালেদা জিয়াও চেষ্টা করতেছেন আওয়ামী লীগে যাওয়ার। তারেক রহমানও লন্ডন থেকে চেষ্টা করতেছে বিএনপির মহাসচিবও চেষ্টা করতেছে সব পর্যায়ে যখন বলছেন। তাহলে এটা ফাইনাল করুক যে খালেদা জিয়া বলছেন যে আমি আওয়ামী লীগ করবো। তারেক রহমান মেসেজ পাঠায় আমি কী করবো। এমনকি মির্জা ফখরুল আহমেদ ওবায়দুল কাদেরের কাছে বলছে ভাই আমি আওয়ামী লীগ করতে চাই। কইতে পারবেন উনি? এগুলি কথা বলার সময় অনেক হিসাব করে বলতে হবে। বলতে পারেন যে বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষেরা হতাশা সেখান থেকে অনেকে বিএনপিতে যোগদান করতে চায় আমরা যোগদান করাবো না। আমাদের তো অনেক লোক এইভাবে কথা বললি সেটা আলাদা কথা। কিন্তু ঢালাও কথা বলাটা তো উনি যুক্তিসঙ্গত ভাবেইনি।

জিল্লুর রহমানঃ যে আশঙ্কাটি করছে সরকারের সঙ্গে করতে পারে।

হাবিবুর রহমান হাবিবঃ নানা সরকারের সময় তো এইডা সরকারি দলের সময় এই মুহূর্তে বিএনপি'র কোন লোক যে করবে এটা পাগলেও বিশ্বাস করবে না। কারন একটি কারণই বলি যে আমার ভাই মনিরুজ্জামান মনির হয়তো আমার কথাটা শুনে হয়তো কষ্ট নিতে পারেন। এখন বর্তমান আওয়ামী লীগ যে জায়গায় চলে গেছে বিশ্বাস করেন ক্ষমতা যখন থাকে এরশাদও চার তারিখে মাদারীপুর গিয়ে শেখ শহীদের সাথে গিয়ে বলেছিলো অনেক যে ট্যাগেরহাটে যে দেখেন এরা বলে আমার সাফল্যের জন্য সব লোকজন আছে বিএনপি যখন ধরুন আমরা ক্ষমতায় ছিলো বিএনপি মনে করছে তাই। সবাই মনে তাই করে ক্ষমতা থাকলে পরে বুঝা যায় না। আজকে আওয়ামী লীগের অবস্থান ভিতরে ভিতরে কত জায়গায় মানে কত খারাপ অবস্থা এমনি একজন সাধারণ কর্মী এই মুহূর্তে আবার আওয়ামী লীগ করতে চাবে না। এই ১২ বছর পরে বিএনপির একজন সাধারণ কর্মী সে আওয়ামী লীগ করতে চাবে না প্রথম কথা হলো যাবেনা দ্বিতীয়ত...

জিল্লুর রহমানঃ সরকারের মর্জিও তো হতে হবে।
হাবিবুর রহমান হাবিবঃ না। এই মুহূর্তে না এত অপশনাল।

জিল্লুর রহমানঃ ৯৬ এ যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল ৯৬, ২০০০ ওই সময় কিন্তু বিএনপি মন্ত্রী বিএনপি থেকে একজন মন্ত্রী হয়েছে।

হাবিবুর রহমান হাবিবঃ নানা বিএনপি থেকে কেউ মন্ত্রী হয়নি।

জিল্লুর রহমানঃ হাসিবুর রহমান স্বপন তারপরে সালাউদ্দিন

হাবিবুর রহমান হাবিবঃ নানা হাসিবুর রহমান স্বপন তো বিএনপি'র নেতা ছিল না। বিএনপির নেতা ছিল না।

জিল্লুর রহমানঃ আরেকজন ছিল ডক্টর আলাউদ্দিন।

হাবিবুর রহমান হাবিবঃ ডাক্তার আলাউদ্দিন ছিল ডাক্তার আলাউদ্দিন তো তারপর পরে চলে আসলো। পরপরই। হাসিবুর রহমান স্বপন আমরা এক সাথেই যাচ্ছি। ঈশ্বরদী একই ফেরি জান এ কে খন্দকার তন্দকার সবাই একসাথে। তো সে তাতিপাড়া থেকে নমিনেশন নিছে। টাকাও নিয়েছে। আর আরেকজন বিএনপির থেকে নমিনেশন নিছে তার ফ্রিতে খাওয়ার বিল আসলো ৪-৫ হাজার টাকা। টাকা দিবে কে? উত্তরবঙ্গের সব নেতারা ওনার আছেন উত্তরবঙ্গে সব নেতারা আমরা আছি তো একজন বলল এই হাতিমের বৌমা সকালবেলায় তো জাতীযমের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসছে। সো বিলটা ওদিক। কয় ও দিবে কেন ও তো আর আওয়ামী লীগ করে না। ডাক্তার আবার বলছেন হ্যাঁ সেশ বয়সে কেউ নেই মনে করেছেন আমার বয়স শেষ হয়ে গেছে দীর্ঘদিন আওয়ামী লীগ করেছিলাম মাঝখানে আমি জোর করেছি যা দিয়ে খুশি যা নিয়ে যা হাজারে। তো এই মুহূর্তে এই শেষ মুহূর্তে গিয়ে

জিল্লুর রহমানঃ শেষ মুহূর্ত মানে কি? শেষ মুহূর্ত...

হাবিবুর রহমান হাবিবঃ না এটা এটা এটা শেষ মুহূর্তে আমি বলব এটা।

জিল্লুর রহমানঃ শোনেন শেষ মুহূর্ত বলতে আপনি এখন সামনে কত মাস কত বছর ধরে

হাবিবুর রহমান হাবিবঃ না শোনেন এটা কত বছর না অনন্তকাল ধরতে পারেন। আবার এই আছে এই নাই। আমাদের শেয়ারবাজার সূর্য ভাই আওয়ামী লীগের নেতা। ওনার বাসার নাম এই আছে এই নাই। তাই আওয়ামী লীগ আজকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আছে শোনেন কিছুই বলা যায় না। এখন যে অবস্থা মানুষের ভেতরে আপনার...

জিল্লুর রহমানঃ কিছুই বলা যায় না তো দুটোই থাক নাও থাকতে পারে থাকতেও পারে।

হাবিবুর রহমান হাবিবঃ তা আমরা যারা বিএনপির যারা আমরা করি তারা থাকতে পারে এটাই আমরা ধরে নিছি। আর শেষটুকু এভাবে এখন আওয়ামী লীগ যেভাবে বিতর্কিত হয়ে গেছে যে আপনার দুনিয়া এই পৃথিবী যদি স্বয়ং আমার মাথার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয় আর আমাকে যদি বলা হয় যে ২০১৮ সালের নির্বাচনটা সম্পর্কে মন্তব্য করেন। আমি কি বলবো? তাদের কি ভোট হইছে? এবং দেখেন পারেন না আমাদের সাথে অনেকেই আমার সাথে অনেকেই আমাদের যারা ও সমসাময়িক ছিল আমার সাথে যারা করেছেন যে তারোনায় অ্যা হাবিব ভাই আপনি ইলেকশন করেন নাই আপনি যে চলে আসলেন

টাকাপয়সা রেখে চলে আসলেন আমি দুইটা সাক্ষী। একটা সাক্ষী হলো মাগুরা নির্বাচন যে নির্বাচন করে আজকে প্রধানমন্ত্রী উনি নিজে ছিলেন মাগুরাতে আমিও কিন্তু তার সাথে ছিলাম। সোহেল ভাই আমরা ইলেকশন ঠেক দিতে এক গাড়িতে আমি হানিফ ভাই সোহেল ভাই বসছি। আমরা কি নির্বাচন করতে পেরেছিলাম ওই সময়? পারি নাই। দুজন নেত্রী নিজে উপস্থিত ছিলেন পারেন নাই। তারপরে ৮৬ এর যে নির্বাচন যেটার ওই যে কাজী ফিরোজ রশীদের আপনি একদিন বললেন না বিশ্বের সবচেয়ে বড় ভোটা ভোট অধিকার। সেখানটায় উনি নিজে উপস্থিত ছিলেন নিজের জেলা সেখানে টুংগীপাড়া কোটালীপাড়া ভোট নিয়ে গেল কাজী ফিরোজ রশীদ। পিটাই আওয়ামী লীগের লোকজন ঘরছাড়া করলো। কাশিয়ানী মোকসেদপুর নিয়ে গেল উনি নিজের থেকেও তো পারেন নাই। এইবার যে আমাদের বলেন আপনারা পারলেন না কেন ধরলেন না কেন ভোট পাহারা দেয়া যায় না। প্রশাসন যখন ভোট কাটে তখন ধরা যায় না। আমি মনে করি বোর্ড কেটে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসেছে। আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা দিয়ে আগের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করেছে। কিন্তু এই যে এই যে দুই তিনবার যেটা হতে দিল না আর আমরা তো দুইবার ইলেকশন করলাম। আবার ১৮ সালে আমাকে উপায়ে উপায়ে ঢাকায় পাঠালো। আর ২০ সালে তো আমার স্টিকারই দিল না। আমার তদন্তকে আমার গুষ্টিকে মামলা দিয়ে এলাকা ছাড়া করে দিলো সবাই।

জিল্লুর রহমানঃ জি মনিরুজ্জামান।

মনিরুজ্জামান মনিরঃ হাবিব ভাই অনেকগুলো কথা বলছে তো তবে গণতন্ত্রের যে কথাগুলো গণতান্ত্রিক চর্চার কথা যেটা বলছেন সেটা সেটা আপনাকে মানে যেভাবে আপনি এই যে বাইপাস করলেন বা ওয়ালুপ করলেন সেটা বোধ হয় ঠিক না। যেটা আপনার দলের দিক থেকে প্র্যাকটিসটা নেই। এটা হয় কি আপনার হয়তোবা এখন এই কথা এই অংশে হয়তো আপনি আহত হলেন। প্রথমত আমি কখনোই মনে করি না একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্য থেকে বেরিয়ে একটি গণতান্ত্রিক রাজনীতি করে। এটা আমি কখনোই মনে করি না। এটা হল আমার অবস্থা এবং আজকে হয়তো বা রাজনীতি করেন রাজনীতি করার কারণে আমি যে বিএনপি'র পক্ষে কথা বলতে হবে সেটা আপনি বলছেন যে ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী যে কথা বলছেন, ডক্টর জাফরুল্লাহ তো আপনার ২০১৮ নির্বাচনে একটি ইতিবাচক ট্রাকে বরংচ বিএনপিকে নিয়ে আসছে ইলেকশন করানোর জন্য। তা ডাক্তার জাফরুল্লাহ যথার্থ বলেছেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে আপনার যে কারণে বলেন আশাবাদী যে বিএনপির নেতারা ওবায়দুল কাদের সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে এটা আপনি মেনে নিচ্ছেন না আপনি দেখছেন হয়তোবা টানেলের শেষ প্রান্ত আপনি ফেঁসে গেছে আওয়ামী লীগ এমন মনে করছেন। এটা বাংলাদেশের মানুষ মনে করে না। সচেতন মানুষ মনে করে না বা আমরা মনে করি না। এর কারণ হলো অনেকগুলা। একটা কারণ হল রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আমি মনে করি আওয়ামী লীগের প্রাণশক্তি হলো প্রান্তিক কর্মী। এই কিছুদিন আগেও আমার স্থানীয় সরকার নির্বাচন করেছে একটি স্বতঃস্ফূর্ত অংশ নির্বাচন করেছে। সেটা আমরা দেখতে পারছি। আপনারা অংশগ্রহণ করছেন না নির্বাচনে। এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার মধ্য দিয়ে আপনারা প্রমাণ করছেন অন্য কোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসতে চাচ্ছেন। যেটা আপনার বক্তৃতার মধ্যে আপনি আনছেন যে একটা দল যদি ক্ষমতায় আসতে পারে তাহলে কি করা উচিত? তার করা উচিত সাংগঠনিক কাঠামোকে শক্তিশালী করা মজবুত করা। জনগণের মাঝে আপনার কি বার্তা সেটা পৌঁছে দেওয়া। এটার কোনটার সাথেই বর্তমান যে বিএনপি'র নেতৃত্বে আছে যে চালাচ্ছে সে নিজেই নাই। আপনি ওই যে বললেন ভার্চুয়ালি চালাতে চাচ্ছেন। ভার্চুয়ালি কাকে দ্বারা চালাচ্ছেন যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে আপনার কাছে দৃশ্যত মন বেসে আপনার নেতা আরো অনেক কিছু আছে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের কাছে কোনো ইতিবাচক বার্তা নাই তার ব্যাপারে। তার ব্যাপারে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ মনে করে তার নেতৃত্ব ফেল করেছে এবং সে ফেল নেতৃত্ব একজন ব্যার্থ নেতা কে সামনে রেখে সে পরিবর্তন করতে চাচ্ছে আবার ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখেন। এটা আসলে দুঃস্বপ্নে পরিণত হচ্ছে। কারণ বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিএনপি নিজে থেকে কোনো পরিবর্তন করতে চায়না। আবার আপনি বলছেন যে তোফায়েল সাহেব এর যে বক্তৃতা করছেন সেই কারণে জাস্ট ঠিক না। তোফায়েল আহমেদ শুধুমাত্র যে

বক্তৃতাটা করছেন ঘরের মধ্যে না আপনার আমার মত এরকম টকশোর মধ্যে না জাতীয় সংসদে মহান সংসদে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের রাজনীতির হাল অভিযোগ নিয়ে কথা বলেছেন। আমলাদের দৌরাত্ম নিয়ে কথা বলেছেন। এটা আপনি বলছেন যে মানে যথার্থ না কি বললেন আপনি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

জিল্লুর রহমানঃ উনি বলেছেন তোফায়েল আহমেদ বলার কারনে উনার এই অবস্থা।

মনিরুজ্জামান মনিরঃ না এটা ঠিক না। তোফায়েল আহমেদের মতো একজন সৃজেন পলিটিশিয়ান তার ওই অবস্থান বারাবার তার ফ্লাগ থাকতে হবে বা আমি কিছু এমন ফ্লাগ থাকতে হবে এই কারণে তাদের গুরুত্ব থাকতে হবে এটা ঠিক না। তাদের বরংচ তারা তো একটা সময়ে এসে মানুষ পথ দেখাবে। আপনি দেশের এমপি হন নাই বা মন্ত্রী হন নাই সেই কারণে আপনি বাংলাদেশের রাজনীতির পথ প্রদর্শক হতে পারবেন না তা ঠিক নয়। রাজনীতি ভুল পথে চলছে সেই জায়গাটা থেকে তোফায়েল আহমেদ কথা বলছে আমি মনে করি তোফায়েল আহমেদ যথার্থ সঠিক কাজটায় করেছেন যে আমলারা যে কাজটা করছেন সমস্ত আমলারা বাংলাদেশের অধিকাংশ আমলাই দেশপ্রেমী। অধিকাংশ আমলায় দেশটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন। দুর্নীতিগ্রস্থ কিছু আমলা আছে যারা দুর্নীতি করে টাকা পাচার করে তার সন্তানকে পার বাইরে পাঠাচ্ছে পড়াশোনা করছে আবার এই দেশের বিরুদ্ধে কথা বলছে এই দেশে কোন কিছু হবে না ওই দুর্নীতিগ্রস্থ আমলারাই। আমি যে জায়গাটায় আছি সেটা হল ডাক্তার জাফরুল্লাহর মতো মানুষের সজ্জর ব্যক্তি একজন মুক্তিযোদ্ধা সে আপনার দলকে একটা ইতিবাচক রাজনীতিতে আনতে যাচ্ছে সেই জায়গাটায় বরংচ ছাত্রদলের যে নেতা এমনিতে বললাম যে রাজনীতিতে যে গঠন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিএনপি'র বেরোনোটা উচিত ছিলো সেটা যখন নাই সে কারণে ছাত্রদলের নেতারা অর্ধপূর্ণ আচারণ হয়ে জাফরুল্লাহ চৌধুরী কে কন্ট্রোল করেছে। আপনারা একদিকে গণতন্ত্রের কথা বলেন মতের প্রকাশের কথা বলেন, আবার অন্যদিকে যে আপনাকে বিলং করে তার গলার কণ্ঠটা কে আপনারা চেপে ধরতে চাচ্ছেন। সে কারণে গণতান্ত্রিক পিকাসা টা আপনার দলের মধ্যে হচ্ছে না জাতীয়ভাবে হচ্ছে না। আজকের আওয়ামী লীগের ভেতরে এই রাজনীতি আছে প্রাক্টিসটা আছে। আমি কথা বলছি আমি এখানে উপস্থিত জিল্লুর ভাই কথা বলছেন সেই জায়গাটায় কিন্তু আমরা দ্বিমত পোষণ করছি আমার অন্য একজন নেতা যা বলছেন সেটা দ্বিমত পোষণ করছি।

জিল্লুর রহমানঃ প্রসঙ্গ ব্যতীত দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের প্রশ্ন আপনি বলছিলেন এইযে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন দক্ষিণের বর্তমান মেয়র আর সাবেক মেয়র এর মধ্যে যা কিছু হচ্ছে সেটিকে আপনি কি বলবেন?

মনিরুজ্জামান মনিরঃ জিল্লুর ভাই আমি কোনো রকমের কোন রকমের ভূমিকা বলেন কোন রকমের আর্টিফিশিয়াল রীতিতে কথা বলা এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করি না। আমার অবস্থান টা একদম স্পষ্ট। আমি প্রথমত সাঈদ খোকন সাহেব উনি ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র। উনি ওনার বক্তৃতার মধ্যে যে কথাগুলো বলছেন সেটা যদি আপনি দেখেন বা শুনে থাকেন দেখছেন শুনছেন সবই করেছেন। সেটা হলো প্রথমত উনি সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেছেন সাংবাদিকদের সাথে উনি কথাগুলো বলছেন। উনি কিন্তু পল্টনের বক্তৃতায় দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলেন নি। তা উনার বোঝা উচিত উনি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত মেয়র ছিলেন এবং উনি সবচেয়ে বড় বিষয় হলো বর্তমান আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যও হয়েছেন। ৮১ সদস্যবিশিষ্ট একটি কেন্দ্রীয় কমিটি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রাচীনতম রাজনৈতিক দলের একজন মানে নীতি নির্ধারিত পর্যায়ের একজন নেতা ওনাকে বানানো হলো। তার মত মানুষ হঠাৎ করে উনি এই ভাবে হয়ে দুদক উনার পরিবারের যে বা যারা দুদকের কাছে হয়তোবা তাদের তথ্য আছে তথ্যটাকে কেন্দ্র করেই ওনাদের কয়েকজনের সম্ভবত ৮ জনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছে। এখন প্রশ্নটা হলো দুদক একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। দুদক কী করবে কী সিদ্ধান্ত নিবে এটাতো মিস্টার শেখ

ফজলুর তাপসকে অ্যাটাক করে কথা না। এখন আসেন আমি যে জায়গাটায় কথা বলছি সেটা হলো উনি এই বক্তৃতার ভেতরে কয়েকটি কথা বলেছেন। উনি বলেছেন ওনার বাবা আওয়ামী লীগের দীর্ঘদিনের সভাপতি ছিলেন। ৩০ বছরের সভাপতি। উনার বাবা বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পলিটিক্যাল সেক্রেটারি ছিলেন। উনার বাবার ঢাকারও মেয়র ছিলেন। আমার মা ঢাকার ঐতিহ্যবাহী পরিবার সরদার পরিবারের সদস্য তাকেও কেন দুদক এ কাজগুলো করছে? এখন জিল্লুর ভাই আমি যদি আমাকে প্রশ্ন করি, আমার বাবা ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমার বাবা ৭৫ পর বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে যেয়ে ওই জিয়া সাহেবের সময় জেল খেটেছে। আওয়ামী লীগের দুর্দিনে হাল ধরেছে। এরা আঞ্চলিক পর্যায়ের নেতা ছিলেন এবং আমার বাবা এই যে মুক্তিযুদ্ধ করলেন এই যে আওয়ামী লীগের নেতা ছিলেন এর মানে কি আমাকে দুর্নীতি করা সার্টিফিকেট দিয়ে গেছেন আমার বাবা? আমার বাবা উনি নেই প্রায়ওতো চলে গেছেন। জনাব সাঈদ খোকনের বাবাও চলে গেছেন নিঃসন্দেহে আমার বাবারা এই সার্টিফিকেট এই দুর্নীতি করার সার্টিফিকেট দেননি। আমার বাবারা একটি আদর্শ দিয়েছেন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে লালন করে আমরা কিভাবে বেড়ে উঠবো তার জন্য আমাদের সাহায্য করেছেন। বরংচ এই কাজগুলো দেশটার তাপ এই শেখ ফজলুর রহমান তাপসকে অ্যাটাক করে যে কথাগুলা বলছেন আমি মনে করি সাঈদ খোকনের বরংচ শেখা উচিত কিভাবে কথা বলতে হয়? সাঈদ খোকন সাহেব যে কথাগুলো বললেন যে ওনার মায়ের একাউন্ট কেন জব্দ করেছে? আমি যদি প্রশ্ন করি, আপনি যদি নৈতিক ভাবে একটি শক্তিশালী মানোমুট হয়ে থাকেন আমি যদি নৈতিকতা সম্পন্ন মানুষ হই তাহলে আপনি যদি অনৈতিক কর্মকান্ড করে থাকেন তাহলে আপনার মায়ের অ্যাকাউন্টও কেন সেখানে ব্যবহার করেছেন? সেটাই বরঞ্চ আপনি ভুল করেছেন। আপনার বাবা আওয়ামী লীগের রাজনীতি করছেন বিধায় তো আপনি ওয়ান-ইলেভেনের সময় কিংএক্সপায়ডেতে গিয়েছিলেন। আপনি টেলিভিশনে এসে আওয়ামী লীগ বা আওয়ামী লীগের সমালোচনার বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন। দল আপনাকে আপনার বাবা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেছে? এই দলের পেছনে তার অবদান আছে। সেই কারণে আপনাকে দল নমিনেশন দিলো। মেয়র হওয়ার পর আপনি কি করেছেন ৫টি বছর। আপনি অনেক আপনারাই তো এ বিষয়ে বহুবার বলেছেন অনেক তৎকালীন সময়ে এত বড় একটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত মানুষও মশার গড় খুলতে পারে না। আজকে বরঞ্চ দুদক আপনি অন্যায় করেছেন দুদক দুদকের কাজ করেছে। আপনি আইনিভাবে মোকাবেলা করেন আইনিভাবে মোকাবেলা করে যদি মুক্ত হয়ে আসতে পারে আমরা খুব খুশি হবো। আপনি কি করলেন আপনি চ্যালেঞ্জ করলেন দেখি যেভাবে বিএনপি নেতারা হাবিব ভাইয়ের নেতারা হাবিব ভাই সহ বিএনপি নেতারা যেভাবে বলে দেশের ৯০% মানুষ আমার সাথে আছে। আমাদের নেত্রীর সাথে আছে নেত্রী দুর্নীতি খণ্ডিত হয়েছেন তাকে ওনারা কিছু হলে তুলে নিয়ে আসবেন। মানে দেশ অচল হয়ে যাবে। খোকনকে সাহিত্য বোনকে দেখলাম ওরকম একটা ফুল ক্যাম্পেইন ঢাকার সমস্ত মানুষ তার সাথে আছে মানে তাকে ভাই তুমি যদি অন্যায় করে থাকো আইন তার যথাযথ ব্যবস্থা নিবে। তুমি যদি অন্যায় না করে থাকো আইনের মাধ্যমে বেরিয়ে আসবো। আমি ওনাকে আহবান করবো আমরা রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে উনার কাছে আমার প্রত্যাশা আমি রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে কথা বলবো ঢাকার মেয়র ছিলেন সেই ভাবে কথা বলবো অযথা ব্যারিস্টার শেখ ফজলুল তাপসকে টেনে কথা বলার চেষ্টা করবেন না। কারণ ব্যারিস্টার শেখ ফজলুর তাপস যদিও মিডিয়ার লোকজন তাকে জানতে চেয়েছে এবং সে যথার্থ কাজটা করেছেন কোন না কোন মন্তব্য করেননি এবং যাননি। খোকন সাহেবের কাছে আবেদন থাকবে আওয়ামী লীগের মতো একটা রাজনৈতিক দলের সদস্য হয়ে আপনি দয়া করে যে মানুষটা দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছে তাকে সাহায্য করতে না পারেন কিন্তু তাকে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবেন না। কারণ এই কোভিড-এর সময়ও ব্যারিস্টার শেখ ফজলুর রহমান তাপস দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন মশাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কাজ করছেন বিধায় নইলে কোভিড সময় যদি মশার কারণে ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া বাড়তো তাহলে আর কি মহামারী প্রলয়কারী কান্ড পড়ে যেত ঢাকা শহরে। সেই কারণে আমি মনে করব তাকে সাহায্য করতে না পারেন তার প্রতিবন্ধকতা তৈরি জানো না হয়। ব্যারিস্টার শেখ ফজলুর রহমান তাপস বাংলাদেশের রাজনীতিতে আমরা যারা রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আমরা রাজনীতি যারা পর্যবেক্ষণ করি আমি মনে করি দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন শেখ

হাসিনাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। একটি নতুন ঢাকা সিটি তৈরি করার জন্য যে কাজ করে যাচ্ছেন সেখানে তাকে সাহায্য না করুক প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবেন না এবং আমি মনে করি রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আপনার বাবাকে অন্তত স্মরণ করে কিভাবে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে কথা বলতে হয় কোনটা সাংবাদিক সম্মেলন আর কোনটা পল্টন ময়দান এটা বোঝে ওনার কথা বলা উচিত। আমি মনে করব আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য থেকে উনি যেন দুর্নীতিগ্রস্ত না হয়। তাহলে আমি রাজনৈতিক পরিসরে খুব বেশি খুশি হবো।

জিল্লুর রহমানঃ ধন্যবাদ। মিস্টার হাবিবুর রহমান হাবিব।

হাবিবুর রহমান হাবিবঃ না আমি এখানে আমার ছোট ভাইমনির কথা বলছিলেন সাঈদ খোকনের সাথে বেগম খালেদা জিয়া তুলনা দিয়েছে

জিল্লুর রহমানঃ সাঈদ সাঈদ খোকনের সঙ্গে খালেদা জিয়া তুলনা করেছে। সাঈদ খোকন এ আচরণের সঙ্গে তুলনা করেছেন বিএনপি বিএনপি যেটা করে।

হাবিবুর রহমান হাবিবঃ হ্যাঁ ওইতো তারা সাঈদ খোকনের সাথে আমাদের আচরণকে মিলাচ্ছেন তিনি।

জিল্লুর রহমানঃ না খালেদা জিয়ার তুলনা কতটুকু?

হাবিবুর রহমান হাবিবঃ খালেদা জিয়ার কথা বলছেন তো উনি। খালেদা জিয়ার নামে দুর্নীতি মামলা হয়েছে আমারা বলছি যে হুংকার দিচ্ছে। ওটা কি একটা মিলানো যায় যায় না। আর দ্বিতীয়ত কথা যেটা বললো যে তারেক রহমান ব্যর্থ। তারেক রহমান যদি ব্যর্থ হতো তাহলে তো ২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে রাত্রিবেলা ভোট কাইটা নিতা না। এখন স্বাধীনতার ৫০ বছর পর সমস্ত বিরোধী দল আওয়ামী লীগের সাথে যারা আছে তাদের মধ্যে অনেক দল আজকের স্থানীয় সরকার নির্বাচন থেকে আমরা চলে আসলাম। কেন? এই যে আমার ভাই ইয়ে বললো মনির বললো যে নির্বাচনের জন্য বিরোধী দল নির্বাচনে কিছু নয়। ২৮ জন তো বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চেয়ারম্যান হয়েছে। তো এখন কোন দল নাই সেই দলের ভেতরে নিজেরা নিজেরাই বলে এটা কোন নির্বাচন হলো? এটা কি গণতন্ত্র? এই গণতন্ত্রের জন্য কি আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছিলাম? দেশ স্বাধীন করেছিলাম? এত কষ্ট করেছিলাম এরশাদ বিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে বারবার ট্রাকের তলে ফিসতে হয়েছে কি এই কারণে? যে ৫০ বছর পর নির্বাচন হবে যতদিন ততদিন চেয়ারম্যান ভোটটা দিতে হবে মেয়রের ভোটটা টেবিলের উপর দিয়ে কমিশনারের ভোট কাউন্সিলরের ভোট দিতে হবে। এটা কোন দেশের রাজনীতি? এই যে যে দায়গ্রতা আমাদের স্বীকার করতে হবে না স্বীকার করলে তো হবে না। আর ডঃ জাফর উল্লাহর ব্যাপারে আমি বেশি আলোচনা করতে চাইনা উনার সাথে আমার কথা হয়েছে উনিও জিনিসটা বুঝতে পেরেছেন। যে না আসলে ওনার কোন বক্তব্য ছাড়েনি উনি এর ভিতর নেই। উনার নামে হতো এই সরকার মাছ চুরির মামলা দিয়েছে। উনি তো একজন মুক্তিযোদ্ধা একজন একজন সম্মানীয় ব্যক্তি এবং অনেক ক্ষেত্রে অতুলনীয়। তুলনা বিহীন একটা মানুষ। আমি সেদিন ই টক শোতে বলছিলাম আমি উনার অফিসে গেছি কয়েকবার। গিয়ে দেখি যে এরকম একটা বড় ঘরে সে বসা। হবে বলল ভিতরে আসেন সে টেবিলের মাঝে বড় আরেকটা টেবিল। এসি নাই এখন আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম গেছিল তো একবার আমার টকসই উনার সাথে একটা ছেলে আমাকে রিক্সাওয়ালা ফোন করে বলতেছে হামিদ ভাই না হামিদ ভাই ও না। যে আমরা রিকশা চালায় আমাদের তো করো না কিছু করতে পারবে না আমাদের টিকার দরকার নাই হাবিব তোমার দরকার তুমি টিকা নাও। এসি মমিন কিন্তু তার সাথে। আমি আরো কইলাম ভাই রিক্সাওয়ালা আপনাকে আল্লাহ সিএনজি চালক বানাক পরে আপনি ট্রাক বাড়ির মালিক হন। কিন্তু কথাটা আপনি আমাকে যে ভাবে বলছেন এই মুহূর্তে আপনি আমাকে বলছেন তো এই মুহুর্তের জন্য বলছি আমার বাসায়ও এসি নাই। আমি ২০০৯ সালে ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছিলাম দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া

আমাকে তখন বাঁচিয়েছিল। চিকিৎসা শেষ হওয়ার পরে আমার বাসায় এসেছিলেন এবং তিনি একটা এসি লাগিয়ে দিয়েছিলেন। ফজলু ভাই আর কাউসার তারা দুজনেই সাক্ষী। আমার বউ আপনাকে স্ট্রোক করছে এই গরমের মধ্যে ফ্যানের একটা ফ্যানের বাতাস আর প্রকৃতির বাতাস নিয়ে আমার বউ মেডিকেলে বসবাস করতেছে। আমরা একটা এসি কিনতে পারতেছি না কেন কিনতে পারতেছি না আমি গত বছর করোনার সময় ৩০ লক্ষ টাকা ত্রাণ দিয়েছিলাম আপনাদের এখানে বলেছিলাম। এখনো ১২ লক্ষ্য আমার জামাই দৌলানন্দন পায়। তার টাকাটা না দেওয়া পর্যন্ত আমি তো একটা এসি কিনতে পারি না। সেখানে আমি ত্রাণের জন্য মানুষকে চাউল দিয়েছি আমি তার টাকাটা না দিয়ে একটা এসি কিনলে পরে টাকা এখনই কেনার মত নাইও। আগে সেই টাকাটা আমার পরিশোধ করতে হবে তারপরে। আপনি বলে ফেললেন একটা কথা না জেনে না শুনে বলে ফেললেন? ডাক্তার জাফরুল্লাহ তো ওই পর্যায়ের একজন নেতা ওই পর্যায়ের একজন ব্যক্তি। তাকে আপনি মাছ চুরির মামলা দিতে পারেন এই সরকার দিয়েছিলো। সেখানে বিএনপির একটা ছেলে বলেছেন যে আপনি আমাদের নেতা সম্বন্ধে এগুলো বলেন না। সেন্টিমেন্টের একটা ইগো কাজ করে না। একটা ব্যাপার নিজেও কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করে নাই। আমি কিছু মনেও করি নাই। এটা নিয়ে ঘাটাঘাটি করার কোন দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। আর তারেক রহমানের নেতৃত্বে সেদিনই ব্যর্থ আমি ধরবো যেদিন একটা নির্বাচনে এই দেশের মানুষ ভোট দিতে পারবে যার যার ভোট সে দিতে পারবে সেখানেও যদি বিএনপি হেরে যায় তাহলে নয় তারেক রহমানের নেতৃত্বে এখনো সঠিক বলেই তো নির্বাচন থেকে আমরা সরে আসতি বাধ্য হইলাম কারণ ভোট টোট তো কেটে নেবে। সুষ্ঠু ভোট হবে না। এলাকা ছাড়া হয়ে যাবে। এক একটা নির্বাচনের কেন্দ্র করে পৃথিবীর ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলেন আপনি কোথাও পাবেন না। আমি তো ২০২০ সালে নির্বাচন করতে গেলাম সেখানেও তো আমার ২ টাকা পাঁচ টাকা মামলা ছিলো। আমার লোকজনকে এ্যারেস্ট করলো। এটা কোন দেশে আমরা বসবাস করতেছি বলেন তো? এই সরকার নির্বাচন করেছে ভোট কেটে নেওয়া ভোট কাটছে তার পরে ৪৮ ঘণ্টা বন্ধ রাখতে আগের দিন শত শত লোকের মামলা দেয়নি বিএনপি'র সম্মাননা বিএনপি'র গঠন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বলা হয় বিএনপি তো সেই দল না। বলা হয়। এখন বিএনপি করে যারা বিএনপির রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে ৯১ সালে ক্ষমতায় আসছিলো ২০০১ সালে ক্ষমতায় আসছিলো কি বন্দুকের নল দিয়ে? জনগণের ভোট দিত বিএনপি ক্ষমতায় আসছে। হ্যাঁ গঠন প্রক্রিয়া সেই সময় সেই পরিবেশ পরিস্থিতিতে ওইটে ছাড়াতো কোন উপায়ও ছিল না। তাহলে জিয়াউর রহমান এই যে জিয়াউর রহমান সম্পর্কে তো অনেক কথা হলো আমি বেশি যেতে চায়না ৩ তারিখে যদি জিয়াউর রহমানকে মেরে ফেলত জিয়াউর রহমান তো দল গঠন করত না বিএনপিরও জন্ম হতো না এবং দেখেন এই কথাটা বলি নাই শেষ করছি তবে এই কথাটা বলি, যদি কিনা খালেদ বসুরা কু কর্মের মধ্যে খন্দকার মোশতাকের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলেন মিজানুর শাহীন কে আপনি চেনেন পরিচয়ে। কথাটা এভাবে বলছি এই জন্য সেদিন যদি জাসদ সৃষ্টি না হতো তরবারি সৃষ্টি না হতো এবং বিপ্লবী সৈনিক সংঘাত সৃষ্টি না হলে আপনার কিন্তু জিয়াউর রহমান এই বন্দি দরজায় মুক্তি পেতেন না এবং ব্রিগেডিয়ার খালেদ বসু কন্টিনিউ করতো ওরে ক্ষমতায় জিয়াউর রহমান বন্দি অবস্থায় তখন কর্নেল তাহেররা তার বিপ্লবী সৈন্য দিয়ে ক্যান্টনমেন্ট হত্যা যোগ্য আরম্ভ করলো তারা শেষ পর্যন্ত গিয়ে জিয়াউর রহমানকে মুক্তি করেছে। সেদিন তাহেররা জিয়াউর রহমানকে মেরে ফেললে তার ওপরে তো এই দায় দায়িত্ব আসতো না। এই জন্য বলবো আমার জন্ম কোথায় আমার কর্মটা কি? যেমন মনিরুজ্জামান নিজেই বলছে, তার বাবা মুক্তিযোদ্ধা ছিলো সে যদি অকম করে তাহলে তার মুক্তিযুদ্ধ বাবা কি দোষ হবে তার জন্য?

জিল্লুর রহমানঃ মনিরুজ্জামান মনির।

মনিরুজ্জামান মনিরঃ জি আমি যে চুরি কথাটা ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী এর ক্ষেত্রে বলছিলাম এটা অত্যন্ত নিম্ন কাজ যে কাজগুলো প্রিভিয়াসলি আমরা দেখি সাব্বির হোসেন চৌধুরীর মতো সচেতন রাজনৈতিক নেতা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সেটা অনাকাঙ্ক্ষিত এটা দুঃখজনক। এটা কাঙ্ক্ষিত নয়। আর জিয়াউর রহমানের ক্ষমতার সর্বশেষ জাতীয় পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিভাবে একজন বিচারপতি কাছ থেকে ক্ষমতা নেওয়া জোর করে ক্ষমতা নেওয়া এবং সেনাপ্রধান থেকে রাষ্ট্রপতি থাকা

এবং দেশ শাসন এটা বাংলাদেশের মানুষ বা আমরা ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে রাজনীতির ছাত্র হিসেবে রাজনৈতিক পরিবেশের হিসেবে আমরা অবলম্বন করেই আমাদের বিরোপটা এখন দল করেন সেই দলের অবস্থান নিয়েই হাবিব ভাই কথা বললেন এটা বাস্তব। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতির আমি মনে করি সবাই আওয়ামী লীগ করবে তা তো নয় তবে রাজনৈতিক দল হিসেবে বেড়ে ওঠার জন্য আমি মনে করি বাংলাদেশের যে মূল স্পিড তার সাথে থেকেই রাজনীতি করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া উচিত বলেই এটা আমি বিশ্বাস করি সর্বশেষ একটা কথা আমি জিল্লুর ভাই আমি আবেদন করি রাজনীতিতে আপনি যে কথা বলছেন যে প্রতিযোগিতামূলক রাজনীতি আপনি যে কথা বলছেন যে আমি নির্বাচন চরে আসলাম এইযে জাতীয় সংসদে যাওয়া স্থানীয় সরকারের না যাওয়া এটাও রাজনীতিকে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড় করায় না। আমরা ভুলে গেলে চলবেনা হাবিব ভাই আপনি তো তখন অনেক বড় নেতা ১৯৮২ সাল যে উরোমন আমরা জানি বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সাথে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ওই একজন সামরিক শাসক জিয়া এবং সেদিনও কিন্তু আমরা নির্বাচনে গিয়েছি। কারণ নির্বাচনী একমাত্র মাধ্যম যার মধ্য থেকে জনগনের রায় প্রতিফলিত হয়। সেখান থেকে সংগঠন হিসেবে আপনার প্রতিফলন কোথায় সেটাও প্রতিফলিত হয় এবং নির্বাচন কমিশন বলে ওই নির্বাচনের সাথে যারা যারা জড়িত থাকে তাদের কি ভূমিকা থাকে সেটা বের হয়ে আসে। একমাত্র পদ্ধতি হলো নির্বাচন পদ্ধতি আপনি যদি ক্ষমতায় যেতে চান জনগণকে উদ্‌বুদ্ধ করেন এবং দিনশেষে আপনাকে ভোট করতে হবে। এর বিকল্প কোনো কিছু নাই। আপনি যান না এই নির্বাচনেই যান নির্বাচনের যে একজন মানুষের সাথে কথা বলেন কথা বলার মতো থেকে সরকারের বিরুদ্ধে যা যা আছে সেটা নির্বাচনী একমাত্র মাধ্যম এর বাইরে যদি অন্য কোন মাধ্যম দেখেন কখনো কখনো আপনাদেরকে দেখি হিলারি ক্লিনটন ক্ষমতায় আসবে আপনাদের দিকে ক্ষমতা বেশি হয়ে যাবে। নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় বসিয়ে দেবেন। এই মানসিকতা ছেড়ে আপনাদেরকে নতুন বিএনপি তৈরি করতে হবে। ভিন্নমতের যারা মানুষ আছেন তাদেরকে ক্যাশ করার জন্য একটি সঠিক পথে নিয়ে আসেন। ইতিবাচক পথে আসেন। তার মধ্য থেকে বাংলাদেশ সরকার এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। এর কোনো বিকল্প পথ হতে পারে না। কেউ কোনো না কোনোভাবে ক্ষমতায় নিয়ে আসবে এই পদ্ধতি বা এই পন্থা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে।

হাবিবুর রহমান হাবিবঃ আহই পথ শেষ করতে হবে আমি চিন্তা করি শেষ করি উনি খুব ভালো কথা বলছেন।

জিল্লুর রহমানঃ শেষ করতে হবে।

হাবিবুর রহমান হাবিবঃ উনি খুব ভালো কথা বললো নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন করতে হবে তার মানে মনির ভাই ভুলে গেছে যে ৮৮ এ এরশাদ একটা নির্বাচন করেছিল সে নির্বাচনে কি আওয়ামী লীগ গিয়েছিলো?

মনিরুজ্জামান মনিরঃ হ্যাঁ।

হাবিবুর রহমান হাবিবঃ ৯৬ সালে বিএনপি একটা নির্বাচন করেছিল সে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ গিয়েছিলো? যায়নি। ২০০৭ সালে সদরবলে পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও আছে যে ২ বছরে উপর নির্বাচনে আমি গেলাম হয়ে গেল তারপর একযোগে উইথড্র করা পৃথিবীর ইতিহাসে সেটা করছে আওয়ামী লীগ। তারা তিনটা নির্বাচন থেকে সরে গেল। এবং সাদেক হোসেন খোকা জেলার মেয়র হলেন সেবার কি আওয়ামী লীগ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলো? করেননি। তা বিএনপির যতবার অংশগ্রহণ করেন নাই তার চেয়ে আওয়ামী লীগ আরো বেশি বার অংশগ্রহণ করে নাই। সবশেষে আমি বলি

জিল্লুর রহমানঃ হাসিখুশি জায়গায় শেষ করুন।

হাবিবুর রহমান হাবিবঃ সবশেষে মনির একটি জায়গায় হ্যাঁ একটি জায়গায় আমি বলি যে জিয়াউর রহমানকে নিয়ে এই মুহূর্তে টানাটানি না করে বেগম খালেদা জিয়াকে এভাবে টানাটানি না করে এখন চলো আমরা সবাই মিলে মানুষকে বাঁচানোর চেষ্টা করি। বিদেশে যদি উনাকে পাঠানোর ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে করতে পারি।

জিল্লুর রহমানঃ দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে। তৃতীয় মাত্রা সম্পর্কে আপনার লিখতে পারেন ডাক ও ইমেইল এসএমএসের মাধ্যমে। এটা আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেই সব পেজে আপনারা আপনাদের মতামত রাখতে পারেন। আর আপনারা আপনাদের মতামত তৃতীয় মাত্রা অনুষ্ঠান দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সময় রাত ২.০০ টায় এবং সোমবার সকাল ১১.৩০ টায় এবং শুক্রবার দুপুর ১.৩০ টাই দেখার আমন্ত্রণ রইলো। তৃতীয় মাত্রা পরবর্তী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকেও সরাসরি দেখতে পারেন। ফেসবুকে এখন তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে। আর আইওএস ডিভাইস থেকে ফেসবুক কৃত তৃতীয় মাত্রা অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিতে পারেন তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য এবং অনুষ্ঠান তথ্যাদি জানবার জন্য মিস্টার হাবিবুর রহমান হাবিব এবং মনিরুজ্জামান মনির অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্যে। দর্শক অনেক রকমের বিতর্ক আছে কিন্তু সবাই মিলে মনে করেন যে এখন আর সব বিতর্ককে বাদ দিয়ে কোরোনাকে মোকাবেলা করা এবং এটি এখন বিতর্ক করবার সময় নয়। কোরোনা থেকে মুক্তির একটা ইকোয়াল সর্বোচ্চ পরিমাণ টেস্ট করতে হবে বাংলাদেশকে। এবং টেস্ট টেস্ট টেস্ট এর কোন বিকল্প নেই। মাস্কটা পরিধান করতে হবে। মাস্কটাকে প্রাথমিক ভ্যাক্সিনেশনের বিবেচনা করা হয়। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে অন্যান্য দিক নির্দেশনা যেগুলো আছে সরকারি দিক থেকে স্বাস্থ্য দপ্তরের থেকে সেগুলো মানতে হবে। আর সরকার থেকে দ্রুততার সঙ্গে একটি কর ব্যবস্থা করতে হবে। যেভাবেই হোক না কেন যেখান থেকেই হোক না কেন প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে আফসোসও করেছেন। সেই ভরসায় মানুষ থাকতে চায় কিন্তু টিকার ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে গণতন্ত্রের সংকট আছে রাজনৈতিক দলের ভেতরেও গণতন্ত্রের সংকট আছে তা ঠিক উভয় দিকে দিকে সেটি কমবেশি আছে। এই অবস্থা থেকে কোভিড ত্রাণ করতে হবে রাজনীতিবিদদের স্থান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা রাজনৈতিক ব্যবস্থা সবার উপরে। সেটি অনেক ক্ষেত্রেই রাজনীতিবিদরা নিজেরা ধ্বংস করেছেন কোভিড পরিবেশ-পরিস্থিতি তাদেরকে অনেক দূরে ঠেলে দিয়েছে কাজেই এটি পুনরুদ্ধার করতে হবে রাজনৈতিক নেতাদের এবং ডেমোক্রেসিতে যারা যান তারা পছন্দ করি যান কিন্তু যাবৎ জীবন যাপনের জন্য যান। কাজেই তাদের কাজ হচ্ছে বাস্তবায়ন করা হ্যাঁ অবসরের পরে একটা নির্ধারিত সময় বাদ দিয়ে তারা যে রাজনীতি করেন সেই দেশে তারা অবস্থান রাখতে পারবেন। কিন্তু এই যে ডেমোক্রেসিতে যারা আছেন তারা তাদের রাজনীতি করেন। রাজনৈতিক করতে এই যে সচিব থাকার সময় এই যে নির্বাচনের আসন গোছাতে থাকেন পেটের দায়ে অতিরিক্ত রাজনৈতিক নেতাদের কারন তারাই তাদের সে সুযোগটা করে দিয়েছেন। কাজেই এই জায়গায় যে লাইনটা টানা দরকার সেটি টানতে হবে এবং এই জায়গায় রাজনৈতিকবিদদের আরো জোরালো অবস্থান নিতে হবে। সব মিলিয়ে মূল কথা হচ্ছে যে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে এবং আমাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করতে হবে। এটা রাজনৈতিক ব্যবস্থা স্থায়ী ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কোন বিকল্প কোন দেশের জন্যই নেই বাংলাদেশের জন্য তো নয়। দর্শক আমাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা।